জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ-৩

আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক

পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের জন্য এই লেখাটি যখন লিখছি তখন সফর মাস। রমজান মাসের যে আবেগ তা যেমন শা'বান মাসের কাছে পাওয়া যায় না। তেমনি সফর মাসের আবেগ দিয়ে রবিউল আউয়ালের তৃষ্ণা মেটে না। রবিউল আউয়ালের জন্য রবিউল আউয়ালে লিখলেই বোধ হয় লেখাটি রবিউল আউয়ালের মত হত। এ কথাগুলো বলছি রবিউল আউয়াল আমাদেরকে আল্লাহর পুরো সৃষ্টিকে যা দিয়েছে তাতে জীবনের সর্বোচ্চ আবেগটাকে যদি রবিউল আউয়ালের জন্য নিবেদন না করি তবে তার হক আদায় হবে না। সাধারণভাবে রবিউল আউয়ালকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার যোগ্যতা আমাদের আছে বলে আমি মনে করি না। তার উপর আবার অপূর্ণ আবেগ নিয়ে লিখতে বসে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছে। তাই আজকের এই লেখার শুরুতেই রবিউল আউয়ালকে জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ সালাম, সুবহে সাদিককে সশ্রদ্ধ সালাম, পবিত্র সোমবার দিনকে সশ্রদ্ধ সালাম, সালাম সেই সূর্যের প্রতি যাকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আকাশের সূর্য থেকেও শ্রেয়তর বলে বিশ্বাস করতেন। সালাম সেই আলোর প্রতি, যা পাহাড় পর্বতের বাধা পেরিয়ে মা আমিনাকে পারস্যের রাজ প্রসাদ দেখিয়ে দিয়েছিল। বিবি মরিয়ম আলাইহিস্ সালাম দুনিয়া ত্যাগ করে বেহেশতবাসী হয়েছিলেন হাজার বছর আগে। মা আছিয়া আলায়হিস্ সালামও বেহেস্তী নে'মতের সুধায় আচ্ছন্ন। সেই নে'মতের মোহময়তা ত্যাগ করে তারা মা আমিনার জীর্ণ কুটিরে এলেন কি প্রয়োজনে। জিব্রাইল আমীনের আজকের ডিউটি কোথায়? আসমানে নয়- মারওয়া পাহাড়ের ঠিক কয়েক গজ পূর্ব দিকের পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি ঘরকে কেন্দ্র করে সৌদি সরকারের অবজ্ঞা আর অবহেলায় সেই ঘরের ভেতরে এবং বাইরের ময়লা আবর্জনা দেখে আশেকে রাসুল বুক ফাটা কান্নায় জিব্রাইল আমীনের কাছেই অভিযোগ করবে, "যেখানে আপনি ডিউটি করলেন সে দিন, আজ সে জায়গার অবস্থা এমন বেহাল দশা কেন? লক্ষ লক্ষ ফেরেস্তা আসমান থেকে জমীনে তাশরীফ আনলেন যে ঘরের প্রটোকল মেনটেইন করার জন্য সেই ঘরের প্রতিও আমার সশ্রদ্ধ সালাম আর অকৃত্রিম ভালভাসা। ফেরেস্তা জগতের আজ অন্য রকম এক দিন। অন্য দিনের তুলনায় আজকে আসমানের নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে আনেক বেশী। সাজানো হয়েছে এমনভাবে যে, মনে হয় এ এক নতুন আসমান। কা'বা শরীফ তাওয়াফরত আবদুল মুত্তালিব হঠাৎ তাওয়াফ বন্ধ করে দৌড়ে মা আমিনার কুটিরে এলেন যাকে দেখতে, দূর আসমানের জোহরা ইত্যাদি তারকারাজি সময়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখে গেছে চুপটি মেরে। রোম সম্রাটদের অহংবোধের প্রধান উপাদান সুউচ্চ চৌদ্দটি মিনার ভেঙ্গে পড়ে যার সম্মানে, তিনি রোম সম্রাজ্যের কোন রাজকীয় পরিবারে নয়- পাহাড় ঘেরা আমিনার ঘরের দুলাল। আজ এমন দিন যে দিনে সুবহে সাদিকের পরে সারা জাহানের রাজা বাদশাহগণ রাজদরবারে এসে তাদের সিংহাসনগুলোকে সিজদারত অবস্থায় পেয়েছিলেন। মূর্তিপূজারীরা সব সময় যে মূর্তিদের সাজদা করত আজ সেই মূর্তিগুলোই অন্য কারো সম্মানে সাজদা করছে। সারা দুনিয়ার বনের পশুদের উপচে পড়া আনন্দ আজ। মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত একে অন্যের কাছে আপন আপন ভাষায় যার সুসংবাদ পৌঁছে দেয়ার অনন্য দায়িত্ব আজ পালন করল বনের পশুরা। ভাব দেখে মনে হয় ইনি বুঝি তাদের সবচেয়ে আপনজন, সবার চেয়ে কাছের জন। সাগর এবং নদীর জলজপ্রাণিগুলো দূর-দূরান্তে ছুটছে বিদ্যুৎ গতিতে। আজ তাদের অন্য কিছু শুনার অপেক্ষা নেই। সারা জীবন যে সোনালী দিনক্ষণের অপেক্ষায় ছিল কাঙ্ক্ষিত সেই দিনের আজ শুভ আগমন। বিদ্যুৎগতিতে দিক-বিদিক ছুটছে সেই খুশি বিতরণের জন্য। আমিনার দুলালের শুভ পদার্পণ স্থল ভাগে আর জলভাগের জলজ প্রাণীদের খুশীর জোয়ার পানির জোয়ারকেও হার মানাচ্ছে। এই আনন্দের আমেজ তাদেরকে দিল কে? আজ বাতাসের মুখে যা আকাশের কণ্ঠেও একই কথা। পাখির মুখে যে গুঞ্জন একই কারণে সাগরের নাচন। আজ যে কারণে ফুলের হাসি একই কারণে মালিকও খুশী। আজ মাটির উপরে যার বার্তা মাটির নিচেও তার কথা। গাছের দোলা, মাছের নাচন, পশুদের আনন্দ আর শিরকের পতন- এ সবই আল্লাহর বন্ধুর শুভ পদার্পণের কারণে। পবিত্র সেই চরণযুগলে আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে এমন একটি দিন ছিল, যে দিন পৃথিবীর কোথাও কন্যা সন্তান জন্ম নেয়নি। হযরত ঈসা

আলাইহিস্ সালাম সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে যে দিনের কথা আপন উম্মতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বছর পূর্বে ইয়েমেনের বাদশা বাইতুল্লাহ শরীফ জেয়ারত শেষে ফেরার পথে মদীনার সুগন্ধি পেয়ে রাজমুকুট ত্যাগ করে চারশত আলেমসহ মোট এক হাজার সঙ্গী নিয়ে জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন যে দিনের জন্য এবং সর্বশেষ মৃত্যুর পূর্বে পাথরের উপর নবীর শাফায়াত ও করুণা ভিক্ষাকরে প্রেম ভরা হৃদয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে দিনের কাছে, আমি সে দিনকে সশ্রদ্ধ সালাম করছি। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম যে কথা বলে গেলেন, শীষ আলাইহিস্ সালাম বললেন একই কথা। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম একই ঘোষণা দিলেন। তারপর সর্ব হযরত মুসা-ঈসা-ইব্রাহীম-ইসহাক-ইয়াকুব-ইউনুস- ইয়ূসুফ আলাইহিমুস্ সালাম সহ সকল নবী-রাসুল অভিন্ন সেই দিনের কথাই বললেন, এটা সেই দিন যে দিন ক্রীতদাসী সুয়াইবার হৃদয়ের ভালবাসার মোহময় আকর্ষণে তার মুনীব কাফের আবু লাহাবকেও আদিষ্ট করে সুয়াইবাকে মুক্তি দিতে বাধ্য করেছিল! আজ এই ভাগ্য বঞ্চিত ক্রীতদাসীর পরম আনন্দের দিন। আমি সে দিনের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা নিবেদন করছি। সে দিন আকাশ-বাতাস-তরু-লতা সব কিছু মহা আনন্দে অবগাহন করে যে সুর তুলেছিল নজরুল তার অনুবাদ করেছেন এইভাবে-

তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমার সেথা চাঁদ দোলে
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে
তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে।

এটা শুধু মানুষের আনন্দ নয়। আজকে মহান স্রষ্টারও আনন্দের দিন। কারণ আপন বন্ধুকে সৃজন করেছিলেন সবার আগে। কিন্তু না পাঠিয়ে নিজের কাছেই রাখলেন এবং তার পূর্বে নবীদের পাঠালেন প্রধান অতিথির শুভাগমনের বার্তা প্রচার করার জন্য। এতশ্রম, এত সময়, এত নবী, এত ঘোষনা এত প্রস্তুতি, এত সাজসজ্জা, এত আয়োজন শুধু ঐ দিনের জন্য যে দিন স্রষ্টা তাঁর বন্ধুকে উম্মতের কাছে পাঠাবেন উম্মতের কাণ্ডারী ও দরদী হিসেবে। সেই দিনের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার আমাদেরকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এর কথা বলে যায়। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম এর মুক্তির কথা প্রতিবছর একবার বলে যায় দশই মহররম। আর কিয়ামতের দিন যার সামিয়ানার নীচে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামসহ সকল নবী রসূল আশ্রয় গ্রহণ করবেন বার রবিউল আউয়াল তারই আগমনের কথা আমাদেরকে বলে যায়। তাই এই দিনের কোন তুলনা হয় না।

শুক্রবার দিনকে নবী ঈদের দিন বলেছেন, কারণ এদিন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এর শুভাগমনের দিন। আর ১২ রবিউল আউয়াল সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবীর শুভাগমনের দিন। সুতরাং শুক্রবার যে সোমবারের কাছে বড্ড রকমের ঋণী হয়ে আছে! সোমবারের প্রতি সে কারণে আমার সশ্রদ্ধ সালাম। নবীর উম্মত হিসেবে নবীর শুভাগমনের দিনকে আমি কি অশ্রদ্ধা করব?? তাহলে তো নবীকেই অশ্রদ্ধা করা হবে। ২৭ রমজানকে অশ্রদ্ধা করা যেমন কোরআনকে অশ্রদ্ধা করা। যে নবীর সম্পৃক্ততার কারণ রওজায়ে পাকের মাটির মর্যাদা আরশে আজীম এবং কা'বা শরীফ থেকেও মর্যাদাবান হয়ে যায় সেই নবীর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ১২ রবী'উল আউওয়ালের মর্যাদা কি হতে পারে!! বার রবী'উল আউওয়ালকে তাই আমার হৃদয় ভরা ভালবাসা আর বিনীত সালাম।

প্রতি সোমবার রোজা পালন করে উম্মতের দরদী নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন নিজের শুভাগমনকে সম্মান করিয়ে দেখিয়েছেন, উদ্‌যাপন করেছেন এবং কালের অজানা গন্তব্যে ঈদে মিলাদুন্নবীর বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানবতার নবী নিজেই যেখানে তাঁর মীলাদকে সম্মান করেছেন সেখানে তাকে অসম্মান করার আমি কে? রাহমাতুল্লিলি আলামীনের শুভাগমন সোমবার দিনকে যে অনেক কিছু দিয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই রোযা পালন করে তার মর্যাদার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সাহাবা যুগ থেকে শুরু করে হক্কানী এমন কোন আলেম ছিলেন না যারা সোমবার দিনকে সম্মান করেননি। সোমবারকে সম্মান করা মানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মীলাদ শরীফকে সম্মান করা। উপরন্ত বিশ্বের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরাম পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অসংখ্য কিতাব রচনা করে গেছেন এবং নিজেরাও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তা পালন করেছেন। অথচ এই পবিত্র ও পূণ্যময় আমলটিকে মুশরিকদের পৌরানিকবাদের সাথে তুলনা করে জামায়াতে ইসলামীরে প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদুদী কি লিখেছেন দেখুন : 'আর অন্য দিকে কোনো তত্ত্বগত দলীল প্রমাণ ছাড়াই ঐ সব নেক লোকদের জন্ম মৃত্যু.... সম্পর্কে পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরানিকদের সংগে সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল একটি পৌরনিকবাদ তৈরি করা হয়েছে। [ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন- ৬ (অনুদিত)]

এখানে কয়েকটি অংশের প্রতি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ

করব :

১. কোনো তত্ত্বগত দলীল প্রমাণ ছাড়া ।

২. সর্ব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল ।

৩. পৌরানিকবাদ তৈরি করা হয়েছে ।

ভাষার জটিল মারপ্যাচ থেকে আসুন আলোচ্য বক্তব্যটিকে অবমুক্ত করি ।

১. মিলাদ সম্পর্কে নাকি কোনো তত্ত্বগত দলীল প্রমাণ নেই ।

২. মিলাদ পালন করা নাকি পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরানিকবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং এটা পৌরানিকবাদেরও নাকি একটি অংশ ।

প্রশ্ন হল যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদুন্নবী পালন করেন তারা কি মুশরিক, না মুসলমান? মি. মওদুদীর ধারণা মোতাবেক এটা পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরানিকবাদের সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । মিলাদুন্নবী পালন করা যদি মুশরিকদের পৌরানিকমতবাদ হয় তবে প্রশ্ন হল আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি সোমবার রোযা পালন করে কি পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরানিকবাদের চর্চা করেছেন, না কি ইসলাম ধর্মের কাজ করেছেন? সোমবারের রোযা পালনের কারণ হিসেনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই যেখানে তাঁর জন্ম তথা শুভাগমন এর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেখানে জন্ম-আবির্ভাব পালন করাকে পৌরানিকবাদের সাথে তুলনা করে বিশ্বের মুসলমানদের কাছে রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মি. মওদুদী কি মেসেজ দিতে চান? জন্ম-মৃত্যু পালন করা যদি পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরানিক মতবাদ হয় তবে নিজের জন্মদিন সোমবারের রোযা পালন করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামবাদ করলেন, না পৌরানিকবাদ? তাহলে কি ইসলামের নবী, আল্লাহর প্রেরিত নবী যিনি মানুষকে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করতে সারা জীবন সংগ্রাম করলেন তিনিই কি না পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরানিকবাদের চর্চা করলেন? আর চৌদ্দশ বছর পর সেই পৌরানিকবাদ থেকে ইসলামকে মুক্ত করতে মওদুদীর মত মহাপুরুষকে (!) আসমান থেকে (!) নাযিল হতে হল!!

আসলে কথা হল, জন্ম দিন পালন করা নিয়ে । মিলাদুন্নবী পালন করা কি-এই হল প্রশ্ন । কিভাবে পালন করবেন এ হল দ্বিতীয় প্রশ্ন । আপনি যদি মওদুদীদের মত বলেন যে, কোনভাবেই মিলাদুন্নবী পালন করা যাবে না, তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সোমবারের রোযার কারণ হিসেবে তার শুভাগমনের বিষয়টি উল্লেখ না করে অন্য কিছু উল্লেখ করতেন । রোযা পালন করার কারণ হিসেবে শুভাগমনের বিষয়টি উল্লেখ করার অর্থ তিনি নিজেই মিলাদকে সম্মান করেছেন, উদ্‌যাপন করেছেন এবং মওদুদী সাহেবদের আক্বীদা 'মীলাদুন্নবী কোনভাবেই পালন করা যাবে না । যা আলোচ্য হাদীসের বিপরীত । এটাতে পৌরানিকবাদের সাথে তুলনা করাকে তাই সহস্রাব্দের সেরা ধৃষ্ঠতা বললেও কম বলা হবে ।

পাঠক, আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন কতটুকু তাৎপর্যবহ? এই আগমন যে আল্লাহর প্রিয়তম মাহবুবের , এই আগমন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির । তিনি আসবেন বলেই তো অন্য সকল নবী পাঠানো হয়েছে । তার শুভাগমনের কথা প্রচার করা প্রত্যেক নবীর দায়িত্বের অংশ ছিল । তিনি এলেন বলেই আজ মুসলমানের ঘরে পবিত্র কুরআন । তার আগমন না হলে মসজিদ হত না, মসজিদে আযান হত না, নামাজ হত না । তার পবিত্র চোখের প্রণোদনের জন্যই উদ্ভিদ জগৎকে সবুজ দিয়ে সাজানো হয়েছে । সমস্ত নবীর সামষ্টিক মর্যাদার অনেক ঊর্ধ্বে যাঁর মর্যাদা এটা তার শুভাগমন । তিনি যখন মাকামে মাহমুদে উপবিষ্ট হবেন তখন সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা নবীরাও নিচে অবস্থান করবেন । এটা তাঁরই শুভাগমন । যিনি কিয়ামতের দিন আরশের উপরে রাব্বুল আলামীনের ডান পাশে বসার সৌভাগ্য অর্জন করবেন এটা তাঁর শুভাগমন । তাঁর শুভাগমনের কি কোনই মূল্য নেই আমাদের কাছে? এটা উদ্‌যাপন করার কি কোনই তত্ত্বগত দলীল প্রমাণ নেই । তাঁর শুভাগমন কি অন্য দশ জনের জন্মের মত সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাওয়ার মত জন্ম মাত্র? আমাদের মায়ায় যিনি পৃথিবীতে এলেন তার আগমনের দিনটি আমাদের স্মৃতি থেকে আমরা বিলীন করে দেব? নবীর ওফাতের পর আবু বকর সিদ্দিক নবীকে নিয়ে যখন রওজায়ে পাকে নামলেন, দেখলেন, নবীর পবিত্র ঠোঁট মোবারক নড়ছে । আদবের সাথে মুখের কাছে কান লাগিয়ে শুনলেন হায়াতুন্নবী তখনও মৃদু মধুর আওয়াজে উম্মতের জন্য কাঁদছেন । সেই দরদী নবীর পবিত্র শুভাগমনের দিনটিকে উদ্‌যাপন করাকে মওদুদী সাহেবরা পৌত্তলিক পৌরানিকবাদের সাথে তুলনা করে যে মহান (!) দায়িত্ব পালন করে গেলেন তার জন্য নিন্দা করার ভাষাও মুসলমানদের জানা নেই ।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক